৩৬২
(স্বামী অখন্ডানন্দকে লিখিত)

আলমোড়া
৩০ জুলাই, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

তোমার কথামত ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেট লেভিঞ্জ সাহেবকে এক পত্র লিখিলাম। অপিচ তুমি তাঁহার বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপ বিবৃত করিয়া শশী-ডাক্তারকে দিয়া দেখাইয়া 'ইন্ডিয়ান মিরর'-এ একটি লম্বাচৌড়া পত্র লিখিবে ও তাহার এক কপি উক্ত মহোদয়কে পাঠাইবে। আমাদের মূর্খগুলো খালি দোষ অনুসন্ধান করে, গুণও কিঞ্চিৎ দেখুক।

আমি আগামী সোমবার এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি।

Orphan (অনাথ বালক) যোগাড়ের কি করছ? মঠ হতে চারি-পাঁচজনকে না হয় ডাকিয়া লও, গাঁয়ে গাঁয়ে খুঁজিলে দু-দিনেই মিলিবার সম্ভাবনা।

Permanent Centre (স্থায়ী কেন্দ্র) করিতে হইবে বৈকি। আর -- দেবকৃপা না হলে এদেশে কি কাজ হয়? রাজনীতি ইত্যাদিতে কোন যোগ দিবে না অথবা সংস্রব রাখিবে না। অথচ তাদের সহিত কোন বিবাদাদিতেও কাজ নাই। একটা কার্যে তন্ মন ধন। এখানে একটি -- সাহেবমহলে -- ইংরেজী বক্তৃতা হইয়াছিল, ও একটি -- দেশী লোকদিগকে হিন্দিতে। হিন্দিতে আমার এই প্রথম, কিন্তু সকলের তো খুব ভাল লাগল। সাহেবরা অবশ্যই যেমন আছে, নাল গড়িয়ে গেল, 'কালো মানুষ'। 'তাই তো কি আশ্চর্য' ইত্যাদি! আগামী শনিবার আর একটি বক্তৃতা ইংরেজীতে, দেশী লোকের জন্য। এখানে একটি বৃহৎ সভা স্থাপন করা গেল -- ভবিষ্যতে কতদূর কার্য হয় দেখা যাক। সভার উদ্দেশ্য বিদ্যা ও ধর্ম শিক্ষা দেওয়া।

সোমবার বেরিলি-যাত্রা, তারপর সাহারানপুর, তারপর আম্বালা, সেখান হইতে ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের সঙ্গে বোধ হয় মসূরী, আর একটু ঠান্ডা পড়লেই দেশে পুনরাগমন ও রাজপুতানায় গমন ইত্যাদি।

তুমি খুব চুটিয়ে কাজ করে যাও, ভয় কি? আমিও 'ফের লেগে যা' আরম্ভ করেছি। শরীর তো যাবেই, কুড়েমিতে কেন যায়? It is better to wear out than rust out (মরচে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ভাল)। মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেল্কি খেলবে, তার ভাবনা কি? দশ বৎসরের ভেতর ভারতবর্ষটাকে ছেয়ে ফেলতে হবে -- 'এর কমে হবেই না।' তাল ঠুকে লেগে যাও -- 'ওয়া গুরুকী ফতে!' টাকা-ফাকা সব আপনা-আপনি আসবে। মানুষ চাই, টাকা চাই না। মানুষ সব করে, টাকায় কি করতে পারে? মানুষ চাই -- যত পাবে ততই ভাল। ... এই -- তো ঢের টাকা যোগাড় করেছিল, কিন্তু মানুষ নাই -- কি কাজ করলে বল? কিমধিকমিতি।

বিবেকানন্দ